যায়যায়দিন

তারিখ 30 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যবই খুচরা বিক্রেতাদের কমিশন না দেয়ায় বইবাজার অস্থিতিশীল

সঙ্কট কাটাতে বাজার থেকে কাগজ কিনে ছাপানোর অনুমতি হতে পারে

এম মামুন হোসেন

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বাজারজাতকারীরা খুচরা বিক্রেতাদের কমিশন না দেয়ায় বইয়ের বাজারে অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। যথাসময়ে বই হাতে না পাওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম থেকে এরই মধ্যে এক মাস পিছিয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এদিকে বই সঙ্কট কাটাতে খোলা বাজার থেকে কাগজ কিনে বই ছাপানোর অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

পুরনো ঢাকার বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত মার্কেটের খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, পাঠ্যবইয়ে লিখিত মূল্যের ওপর বিক্রেতাদের ১৭ শতাংশ কমিশন দেয়ার নিয়ম থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বাজারজাতকারীরা তা মানছেন না। বাজার ঘুরে দেখা যায়, বইয়ে লিখিত মূল্যেই খুচরা বিক্রেতাদের বই কিনতে হচ্ছে। কমিশন না পাওয়ায় খুচরা বিক্রেতারা শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি মূল্যে বই বিক্রি করছেন। পাইকারদের কাছ থেকে গায়ের দামে বই কেনায় বিশ শতাংশ বেশি দামে বই বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। অভিযোগ আছে, সিন্ডিকেট করে কৃত্রিম বই সঙ্কট সৃষ্টি করছে কিছু অসাধু মুদ্রণ ব্যবসায়ী ও বাজারজাতকারীরা। এতে করে কমিশনের ১৭ শতাংশ পকেটে ভরছেন তারা। বই সঙ্কটের অজুহাত দেখিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে চাহিদার ২৫ শতাংশ বইও দিচ্ছে না বাজারজাতকারীরা। রাজধানীতে বই কিনতে এসে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন মফস্বল শহরের বই বিক্রেতারা। এদিকে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য বই কিনতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর মুছির উদ্দিন যায়যায়দিনকে বলেন, পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে এ সঙ্কট কেটে যাবে বলে তিনি জানান।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এবার মাধ্যমিক শ্রেণীর কোনো বইয়ের বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন করা না পৃ ১৫ ›› ক ৪

পাঠ্যবই খুচরা বিক্রেতাদের কমিশন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হলেও সব শ্রেণীর বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতি। ভূগোল, সামাজিক বিজ্ঞানের মতো কিছু বিষয়ের উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।

প্রতিবারের মতো এবারো তিনটি ধাপে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল এনসিটিবি। প্রথমবার এনসিটিবি ৬, ১৫ ও ২৬ জানুয়ারি তিন ধাপে বাজারে বই ছাড়ার তারিখ নির্ধারণ করে। ৬ জানুয়ারি ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং নবম, দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য, বাংলা কবিতা, ইংরেজি, মাধ্যমিক বীজগণিত ও মাধ্যমিক জ্যামিতিসহ অতি জরুরি ১৪টি বই বাজারে আসার কথা থাকলেও সময়মতো বাজারে বই ছাড়তে ব্যর্থ হয় এনসিটিবি।

বই সঙ্কট চরম পর্যায়ে পৌঁছলে পুরনো ঢাকার বাংলাবাজারে হাজির হন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে বই সঙ্কট নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও বাজারে এর প্রভাব পড়ছে না।

জানা গেছে, প্রথম ধাপে বাজারে আসা ১৪টি বইয়ের সঙ্কট নিরসনে খোলাবাজার থেকে কাগজ কিনে বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড। সিদ্ধান্তের পরই বই ছাপার কাজ শুরু করেন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বাজারজাতকারীরা।